তীব্র তাপ প্রবাহে অস্বস্তিতে গোটা কুষ্টিয়া

তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। মাঠে রোদে পুড়ে কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে। পেটের দায়ে যারা কাজ করতে বের হচ্ছেন তারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। শিশুরাসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন।

এ ছাড়া তীব্র তাপপ্রবাহ থেকে রক্ষা পেতে এবং বৃষ্টির প্রত্যাশায় প্রায় প্রতিদিনই জেলার বিভিন্ন স্থানে ইসতিসকার নামাজ আদায় করেছেন মুসল্লিরা।

বৈশাখ মাসের শুরুতেই সূর্যের উত্তাপ বেড়েছে। গরম সহ্য করতে না পেরে অনেকেই ঘন্টার পর ঘন্টা পুকুর ও ক্যানাল পানিতে গোসল করার পরেও গরমে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আবার অনেকেই তৃষ্ণা মেটাতে বিভিন্ন ধরনের শরবত পান করছেন। এই গরমে খেটে খাওয়া মানুষের সাথে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পোল্ট্রি ব্যবসায়ী ও কৃষকেরা।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় কুষ্টিয়ায় ৪২ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। এটি এই মৌসুমে এই জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড বলছে স্থানীয় আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ অফিস।

কুমারখালী আবহাওয়া অফিসের ইনচার্জ মামুন অর রশিদ বলেন, কুষ্টিয়ায় এ মৌসুমে আজকে সর্বোচ্চ তাপমাত্রার রেকর্ড করা হয়েছে ৪২ দশমিক ৫ ডিগ্রি। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে, আগামি তিন দিনের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি।

এদিকে দিকে কুষ্টিয়ায় ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ৩৪ ফুট নিচে নেমে গেছে। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষের পাশাপাশি হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য। স্থানীয়রা বলছেন, আরও কয়েকদিন এই তাপদাহ অব্যাহত থাকতে পারে। সূর্যের প্রখর তাপে সাধারণ মানুষের জীবন পুরোপুরিভাবে বিপর্যয় হয়ে পড়েছে। কালবৈশাখীর মৌসুমেও প্রায় এক মাস বৃষ্টির দেখা নেই।

সদর উপজেলার জগতি এলাকার কৃষক নুর ইসলাম বলেন, ১২বিঘা জমি বর্গা নিয়ে ধান ও ভুট্টা লাগিয়েছি। জমি চাষাবাদ ও সেচে কয়েক লাখ টাকা

খরচ হয়েছে। এখন আর টাকা দিলেও পানি যাওয়া যাচ্ছে না। তীব্র তাপদাহে ভুট্টার গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। ধানের শীষ আসা অবস্থায় গাছ নুয়ে পড়ছে। কিছু গাছে শীষ বের হলে সব চিটা হয়ে যাচ্ছে। ফসল ঘরে তুলতে না পারলে নিঃস্ব হয়ে যাব বলেও তিনি জানান।

একদিকে জিকে ক্যানালে পানি নেই, অন্যদিকে পানির স্তর ক্রমশ নিচে নামছে। স্যালোতে উঠছেনা প্রয়োজনীয় পানি। মাঠের মধ্যে অকেজো হয়ে পড়ে আছে অধিকাংশ পাম্প। দীর্ঘদিন নষ্ট হয়ে বন্ধ রয়েছে জিকে প্রকল্পের তিনটি পাম্পই। একারণে শুকিয়ে খাঁ খাঁ করছে জিকে ক্যানেল।

কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ী এলাকার কৃষক ইজাবুল হক বলেন, জমি বর্গা নিয়ে চাষাবাদ করছি। দুই বিঘা জমিতে সবজি ও কলা গাছ রয়েছে। জমির পাশে জিকে ক্যানাল থাকলেও পানি নেই। জমির সঙ্গে বোরিং বসিয়েও কাজ হচ্ছেনা। পানির অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক দিন গেলে সব শুকিয়ে যাবে।

জেলা বিভিন্ন উপজেলায় সরজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় বেশিরভাগ গভীর ও অগভীর নলকূপ ও সেচ পাম্পে পানি উঠছে না। অতি তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে উঠছে। মাঠে রোদে পুড়ে কৃষকের ফসল নষ্ট হচ্ছে। পানির অভাবে মাঠ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। তাপ প্রবাহের মধ্যে পেটের দায়ে যারা কাজ করতে বের হচ্ছেন, তারা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। শিশুরাসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের ধারণ ক্ষমতা থেকে প্রায় চার থেকে পাঁচ গুণ রুগীর চিকিৎসা সেবা নিচ্ছে। সেখানে বর্তমানে হাসপাতলে রোগীর চাপে তিল পরিমান জাগা অবশিষ্ট নেই।

এদিকে অতিরিক্ত গরমের কারণে ডাবের চাহিদাও বেশ অনেক বেশি। ওরস্যালেন বিক্রির চাপ বেড়েছে অনেক বেশি। চলমান তাপপ্রবাহে সবচেয়ে কষ্টে পড়েছে খেটে খাওয়া দিনমজুর, রিকশা-ভ্যানচালক ও কৃষকরা। তীব্র রোদে মাঠে টিকতে পারছে না কৃষক ও দিনমজুর। রাস্তায় ভাড়া মারতে পারছে না রিকশা-ভ্যানচালকরা। প্রতিদিন সেচ দিতে হচ্ছে বোরো ধান ও সবজি ক্ষেতে। এতে হাঁপিয়ে উঠছে কৃষকরা। এছাড়াও ঠিক মতন কাজ করতে পারছে না বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ।

কুষ্টিয়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক সুফি

রফিকুজ্জামান বলেন, পানি সংকটের কারণে বোরো আবাদ ব্যাহত হয়েছে। আউশ উৎপাদনেও প্রভাব পড়বে। পানি সংকটের কারণে উৎপাদনে কিছুটা প্রভাব পড়েছে। বৃষ্টি হলেই সংকট কেটে যাবে।

কুষ্টিয়া মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগে পানি ও স্যালাইন বিতরণ

কুষ্টিয়ায় ভ্যান-রিকশা চালকদের ঠাণ্ডা পানি ও স্যালাইন দিলেন মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্টের নেতৃবৃন্দ। কুষ্টিয়ায় ভ্যান-রিকশা চালকদের ক্লান্তি দূর করতে ঠাণ্ডা পানি ও খাবার স্যালাইন বিতরণ করেছে মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়ার নেতৃবৃন্দ।

আজ সোমবার কুষ্টিয়ার শহরের নারিকেলতলা ও কোর্ট স্টেশন এলাকায় এই কার্যক্রম চালানো হয়।

এসময় মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারন সম্পাদক মেজবাহুর রহমান, সাংবাদিক এসএম জামাল সহ মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্টের অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মানবাধিকার কল্যাণ ট্রাস্ট কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি রুহুল আমিন বলেন, ’যেখানে আমরা পাঁচ মিনিট রোদে দাঁড়িয়ে থাকলে হাপিয়ে যাই, সেখানে তপ্ত দুপুরেও ভ্যান-রিকশা চালকরা শহরের অলিগলিতে ছুটছে। তাদের পাশে থাকার জন্য এবং তাদের খানিকটা ক্লান্তি দূর করার জন্য আমাদের এই চেষ্টা।’ রিকশাচালক আনিসুর রহমান বলেন, প্রচণ্ড রোদের মধ্যে রিকশা চালাতে হচ্ছে। অনেক সময় তৃষ্ণা লাগে। আজকে খাবার স্যালাইন ও ঠাণ্ডা পানি পেয়ে খুব ভালো লেগেছে।

কুষ্টিয়ায় মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-২

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মো: সবুজ (২১) ও বিপ্লব হোসেন (৪২) নামে দুই জন নিহত হয়েছেন।

রোববার (২৮ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার সান্দিয়ারা- লাহিনীপাড়া আঞ্চলিক সড়কের চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মো. সবুজ হোসেন কুষ্টিয়া সদর উপজেলার মিলপাড়া এলাকার আব্দুল মালেকের ছেলে এবং বিপ্লব হোসেন (৪২) একই উপজেলার বাড়াদী উত্তর পাড়া এলাকার মৃত মোক্তার হোসেনের ছেলে।

এলাকাবাসী ও হাসপাতাল সুত্রে জানা গেছে, সবুজ হোসেন মোটরসাইকেল নিয়ে লাহিনীপাড়া থেকে সান্দিয়ারার দিকে যাচ্ছিলেন। আর বিপ্লব মোটরসাইকেল নিয়ে তাঁর বিপরীত দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে চাঁপড়া ইউনিয়নের চাপড়া ব্রিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুই মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুইটি মোটরসাইকেল ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং তাঁরা গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক বিপ্লবকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। পথিমধ্যে বিকেল ৩ টার দিকে সবুজ মারা যান।

প্রত্যক্ষদর্শী সাজেদুল ইসলাম জানান, দুইটি মোটরসাইকেলেই অতিরিক্ত গতি ছিল। কিভাবে যেন মুহুর্তেই মধ্যেই তাঁরা সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এসময় মোটরসাইকেল দুইটি ধুমড়ে মুচড়ে যায় এবং দুজন গুরুতর আহত হন।

চাঁপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মঞ্জু জানান, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন গুরুতর আহত হলে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তৃব্য চিকিৎসক বিপ্লব নামে একজনকে মৃত ঘোষণা করেন এবং সবুজকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। কিন্তু সবুজ হাসপাতালে পৌছানোর আগেই মারা গেছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন।

কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের সদস্য জিয়াউর রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, দুইটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একজন হাসপাতালে আনার আগেই মারা যান। আরেকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।

কুষ্টিয়ায় বৃষ্টির জন্য ইস্তিসকারের নামাজ আদায়

অসহনীয় তাপদাহে পুড়ছে দেশ। তীব্র তাপদাহ থেকে রক্ষা পেতে বৃষ্টির জন্য আহাজারি করছে কুষ্টিয়াবাসী। বৃষ্টির প্রত্যাশায় ইস্তিসকারের নামাজ আদায় করেছে মুসল্লিরা।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ১০টায় কুষ্টিয়া সরকারী কলেজ খেলার মাঠে খোলা আকাশের নিচে এ নামাজ শেষে বৃষ্টির জন্য দোয়া করা হয়। বিশেষ দোয়াতে মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে নিজেদের পাপের জন্য অনুতপ্ত ও ক্ষমা চেয়ে বৃষ্টির জন্য আহাজারি করে মুসল্লিরা।

এতে কুষ্টিয়ার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৫ শতাধিক মানুষ অংশ নেন।

নামাজ ও বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা মুহাদ্দিস শারাফাত হোসাইন।

সকালে সরকারী কলেজ মাঠে গিয়ে দেখা যায়, নানা বয়সী মানুষ মাঠে হাজির হয়েছেন। এরপর দুই রাকাত নামাজ পড়েন সবাই। নামাজের খুতবা পাঠ শেষে দুই হাত তুলে সবাই প্রচণ্ড গরম, তীব্র তাপ ও খরা থেকে বাঁচতে এবং বৃষ্টির জন্য মোনাজাত করেন। মোনাজাতে ইমাম ও মুসল্লিদের অঝোরে কাঁদতে দেখা গেছে।

আয়োজনকারী আলেক চাঁদ জানান, পানির জন্য মানুষ, পশু-পাখি সবারই হাহাকার। রহমতের বৃষ্টির আশায় নামাজের জন্য কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ মাঠে তীব্র তাপদহ ও অনাবৃষ্টি থেকে রক্ষা পেতে প্রার্থনা স্বরূপ ছালাতুল ইস্তিসকার নামাজ আদায়ের অনুমতি নিয়ে এখানে নামাজের

ব্যবস্থা করেছি। শহেরর প্রায় পাঁচ শতাধিক মুসল্লী এতে অংশ নেয়।

মাওলানা মুহাদ্দিস শারাফাত হোসাইন বলেন, “মানুষের পাপের কারণে মহান আল্লাহ এমন অনাবৃষ্টি ও খরা দেন। বৃষ্টিপাত না হলে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মদ (স.) সাহাবীদের নিয়ে খোলা ময়দানে ইস্তিসকার নামাজ আদায় করতেন। সেজন্য তারা মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে পাপের তওবা করে এবং ক্ষমা চেয়ে দুই রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়েছে।”
তিনি আরও জানান, ইসতিসকার নামাজ তিন দিন আদায় করা সুন্নত।

আগামীকাল সকালে কুষ্টিয়ার মিলপাড়া জামে মসজিদ প্রঙ্গনে বৃষ্টির প্রত্যাশায় ইস্তিসকার নামাজের আহবান করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত,কালবৈশাখীর মৌসুমেও প্রায় এক মাস বৃষ্টির দেখা নেই। নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর শুকিয়ে গেছে। পানির স্তর নেমে যাওয়ায় পানি উঠছে না অগভীর নলকূপ ও সেচ পাম্পে। তীব্র তাপপ্রবাহে জনজীবন বিপর্যস্থ হয়ে উঠছে। রোদে পুড়ে নষ্ট হচ্ছে কৃষকের ফসল ।

নিন্ম আয়ের খেটে খাওয়া মানুষেরা সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছেন। তবে শিশুসহ বিভিন্ন বয়সের মানুষ ডায়রিয়াসহ গরমজনিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কুমারখালী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগারের কর্মকর্তা মামুনুর রশিদ জানান, আপাতত বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই পূর্বাভাসে।

কুষ্টিয়ায় গড়াই নদীতে গোসল করতে গিয়ে ভাই-বোনের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে গড়াই নদীতে গোসল করতে নেমে শেফা (১৭) ও শাহাজাদা (১২) নামে দুইজনে করুণ মৃত্যু হয়েছে। তারা মামাতো ও ফুপাতো ভাইবোন।

আজ বুধবার (১৭ এপ্রিল) দুপুরের দিকে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ বাসিন্দাপাড়া জামে মসজিদের সংলগ্ন গড়াই নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

শেফা উপজেলার শেরকান্দী এলাকার শামীম ইসলামের মেয়ে এবং শাহাজাদা চাপড়া ইউনিয়নের জয়নাবাদ এলাকার আলমগীর হোসেনের ছেলে। শেফা এবং শাহাজাদা তারা দুজনেই সম্পর্কে মামাতো ফুফাতো ভাই বোন।

শেফা কয়েকদিন আগে জয়নাবাদ এলাকায় নানা বাড়িতে বেড়াতে আসে। আজ দুপুরে শেফা এবং শাহাজাদা দুই জন মিলে গোসল করার জন্য গড়াই নদীতে নামে। একপর্যায়ে স্রোতের কারনে তারা দুইজনে পানিতে ডুবে যায়। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষনা করেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে চাঁপড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এনামুল হক মনজু জানান, গড়াই নদীতে পরিবারের অন্য সদস্যদের সাথে শেফা ও শাহাজাদা গোসল করতে নেমে পানির প্রবল স্রোতের কারনে তলিয়ে যায়। অনেক সময় ধরে পানির মধ্যে খোঁজাখুঁজি করে তাদেরকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদেরকে মৃত ঘোষনা করেন। একসাথে দুইজনের করুণ মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

কুষ্টিয়ায় পহেলা বৈশাখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মো: এহেতেশাম রেজা বলেছেন,পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আবহমান উৎসব।

তিনি বলেন, পহেলা বৈশাখ পুরনো জীর্ণকে ঝেড়ে ফেলে আমাদের যাপিত জীবনে নতুন সম্ভাবনা ও নতুন প্রত্যাশা জাগিয়ে তুলতেই শুধু নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে একাকার হওয়ার প্রেরণাও জোগায়। তাই পহেলা বৈশাখই হচ্ছে বাঙালির জীবনে সবচেয়ে বড় অসাম্প্রদায়িক আবহমান উৎসব।

আজ রবিবার সকালে পহেলা বৈশাখে বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে কালেক্টরেট চত্বরের বনবীথিতে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, বাঙালির জীবনে প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ। বৈশাখের প্রথম দিনটি আবহমান কাল থেকেই আমাদের সত্তায়, চেতনায় ও অনুভবের জগতে এক গভীরতর মধুর সম্পর্ক নিয়ে বিরাজ করছে।

তিনি আরো বলেন, বাংলা নববর্ষ আগে শুধুমাত্র গ্রাম কেন্দ্রীক ছিল। এখন তা সার্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়েছে। আগে নববর্ষ শুধুমাত্রে হালখাতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এখন সারা দেশের মানুষ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে এই উৎসবটি পালন করছে। এখন তা শহর কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এএইচ এম আবদুর রকিব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার আলহাজ্ব রফিকুল আলম টুকু, কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের পরিচালক এস এম কাদেরী শাকিল, জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম, সাংবাদিক ইউনিয়ন কুষ্টিয়ার সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, প্রবীণ সাংবাদিক আবদুর রশীদ চৌধুরী সহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান, সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও সুধীজনরা উপস্থিত ছিলেন।

এরআগে জেলা প্রশাসনের আয়োজনে বর্ণাঢ্য এক মঙ্গল শোভাযাত্রা শহর প্রদক্ষিণ করে।

পরে জেলা শিশু একাডেমি ও জেলা শিল্পকলা একাডেমির শিল্পীরা সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

এছাড়াও সুর্যদয়ের সাথে সাথে মোমবাতি প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভায় বর্ষবরণ উদযাপন করা হয়। এরপর পৌরসভার বটতলায় সকালের গান, আলোচনা সভা ও গ্রামীণ মেলার উদ্বোধন করেন পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী।

সকাল থেকেই বৈশাখী সাজে হাজারো মানুষের ভিড়, আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। বেলা বাড়তেই গান, নাচ, আবৃত্তিসহ নানা আয়োজনে জমে ওঠে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে কুষ্টিয়া জিয়া শিশু পার্ক, কামরুল ইসলাম সিদ্দিক শিশু পার্ক, রেনউইক বাঁধ, গড়াই নদীর বাঁধ এলাকায় যেন তরুণ-তরুনীসহ

হাজারো মানুষের উপচেপড়া ভীড় লক্ষ করা গেছে।

কুষ্টিয়ায় সড়ক দুর্ঘটনায় নি*হত-২

কুষ্টিয়ার মিরপুরে যাত্রীবাহী বাসচাপায় সুকুমাল (৫২) নামে এক ভ্যানচালকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে কুষ্টিয়া- মেহেরপুর সড়কের মিরপুর বিজিবি ক্যাম্পের সামনে এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত ভ্যানচালক তুফানমাল মিরপুর উপজেলার ধুবাইল স্কুলপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সড়ক উন্নয়নে কাজ চলমান রাখতে রাস্তা থেকে পার্শ্ববর্তীতে রাস্তা সমান্তরাল করা হচ্ছে। কিন্তু মুল সড়কে খানাখন্দের সৃষ্টির কারণে চলন্ত একটি বাস মুল সড়ক থেকে সাইডের সড়ক দিয়ে চালানোর সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যানকে ধাক্কা দিলে ঘটনাস্থলেই ভ্যানচালক মারা যান।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বিকেলে দ্রুতগামী একটি বাসের ধাক্কায় পাখি ভ্যান চালক রাস্তায় ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়।

অপরদিকে বিকেলের দিকে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার পাটিকাবাড়ীর নওদাপাড়া এলাকায় শ্যালো ইঞ্জিন চালিত ট্রলির ধাক্কায় জলিল মন্ডল (৭০) নামে এক বৃদ্ধার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়। পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়।

কুষ্টিয়ায় নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়িসহ বিড়ি তৈরির উপকরণ জব্দ

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি, অসংখ্য জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পাতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এ অভিযান পরিচালনা করেন।

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট বিভাগ সূত্রে জানা যায়, সরকারের মোটা অংকের টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে একটি অসাধু চক্র দীর্ঘদিন ধরে কুষ্টিয়া জেলার বিভিন্ন স্থানে জাল ব্যান্ডরোল লাগিয়ে অবৈধ বিড়ি উৎপাদন করে আসছে। এই উৎপাদিত অবৈধ বিড়ি দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ ও বিক্রি করছে চক্রটি। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বৃস্পতিবার কুষ্টিয়া কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ভেড়ামারা সার্কেল-২ এর কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিকের নেতৃত্বে একটি চেীকস টিম দৌলতপুর উপজেলার চরসাদিপুর গ্রামের রিন্টু (৫৫) এর বাড়িতে অভিযান ও তল্লাশি চালায়।

এসময় ওই বাড়ি থেকে দুই বস্তায় সত্তর হাজার (৭০,০০০) শলাকা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত নাসির বিড়ি জব্দ করা হয়। এছাড়া বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোল, ফিল্টারসহ বিপুল পরিমান নকল বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।

অভিযানের খবর পেয়ে অভিযুক্তরা নকল বিড়ি ও বিড়ি তৈরি উপকরণ রেখে দ্রুত পালিয়ে যায়। তবে এলাকার লোকজন অভিযান বাধাগ্রস্থ করতে একত্রিত হলে কাষ্টমস কর্মকর্তারা দ্রুত অভিযানস্থল ত্যাগ করেন।

অভিযান শেষে জব্দকৃত নকল নাসির বিড়ি ও বিড়ি তৈরির বিভিন্ন উপকরন কাস্টমস হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অভিযান পরিচালনাকারী কাস্টমস কর্মকর্তা অপু বনিক জানান, দৈনিক বিপুল পরিমান টাকা রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অবৈধভাবে একটি

চক্র নকল বিড়ি তৈরি করে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল। অভিযানে বিপুল পরিমান জাল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি জব্দ করা হয়েছে। রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে কেউ অবৈধভাবে বিড়ি উৎপাদন, বিক্রি ও বাজারজাত করলে তার বিরুদ্ধে আইননানুগ ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

কুষ্টিয়া পৌর মেয়রসহ পরিবারের সদস্যদের সম্পদের তথ্য চেয়েছে দুদক

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীসহ তার পরিবারের চার সদস্যের স্থাবর সম্পদের তথ্য চেয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। বুধবার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে এই চিঠি পৌঁছেছে।

দুদকের কুষ্টিয়া সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নীলকমল পাল জানান, সব প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাওয়ার পর মেয়রসহ তার পরিবারের চার সদস্যের কাছে তাদের সম্পদের হিসাব চাওয়া হবে। এরপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, মেয়র আনোয়ার আলী বর্তমানে জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র হিসেবে আছেন। তার ছেলে পারভেজ আনোয়ার এক সময় ছাত্রলীগ ও যুবলীগের রাজনীতি করেছেন। বর্তমানে কোনো পদে নেই। তিনি গত ৭ জানুয়ারির জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া ৩ (সদর) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছিলেন। এই আসনে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ তৃতীয়বারের মতো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন মেয়র পুত্র পারভেজ আনোয়ার তনু।

দুদকের সমন্বিত জেলা কার্যালয় সূত্র জানায়, ২০২২ সালের জুলাইয়ে দুদকের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলী, তার স্ত্রী আকতার জাহান, ছেলে পারভেজ আনোয়ার তনু ও ছেলের স্ত্রী নোশিন শারমিনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ

আসে। তাদের বিরুদ্ধে পৌরসভার আদায় করা অর্থ উন্নয়নকাজে ব্যবহার না করে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে আত্মসাৎ করার অভিযোগ রয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত শুরু হয়। এ ধারাবাহিকতায় অভিযোগের অনুসন্ধান করতে নীল কমলকে কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হয়।

১ এপ্রিল ওই কর্মকর্তা ওই ব্যক্তিদের স্থাবর সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়েছেন। জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, জেলা রেজিস্ট্রারসহ দেশের বিভিন্ন ব্যাংকে ওই চিঠি দেওয়া হয়েছে। এতে তাদের নামে কোনো জমি, প্লট, ফ্ল্যাট, দোকান বা কোনো স্থাপনা বরাদ্দ বা কী পরিমাণ টাকা রয়েছে, তার তথ্য চাওয়া হয়েছে।

এসব তথ্যের রেকর্ডপত্রের মূল কপির সত্যায়িত ছায়ালিপি চাওয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠান হিসেবে সর্বোচ্চ সাত কর্মদিবসের মধ্যে এই তথ্য দিতে বলা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্ট ভেঙে টাকা চুরি

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ইসলামী ব্যাংকের এজেন্ট শাখায় ভল্টের তালা ভেঙে প্রায় ৫ লাখ ২৭ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাতে উপজেলার নন্দলালপুর ইউনিয়নের আলাউদ্দিন নগর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

আজ বুধবার দুপুরে সরেজমিন গিয়ে দেখা যায়, একটি জানালার গ্রিল কাটা। ভল্টের তালা ভাঙা, সিসিটিভির ডিভিআর নেই। অগোছালো আলমারি। উৎসুক জনতা ভিড় করতেও দেখা গেছে।

এ সময় এজেন্ট ব্যাংকিং শাখার ইনচার্জ মো. শামসুল আলম জানান, প্রতিদিনের মতো সকালে অফিস খোলার পর দেখেন ব্যাংকের আলমারী তছনছ। ভেতরে গিয়ে দেখেন জানালার গ্রিল কাটা, ভল্টের তালা ভাঙা।

ভল্টে রাখা পাঁচ লাখ ২৩ হাজার ৬৮৪ টাকা নেই। সিসিটিভির ডিভিইয়ার নেই। আলমারি অগোছালো।

তিনি আরও বলেন, আমাদের নিজস্ব নৈশ প্রহরী না থাকলেও বাজারের নৈশ প্রহরীরা পাহারা দিয়ে থাকে। তাঁর ভাষ্য, রাতের আধারে ব্যাংকে চুরির ঘটনা ঘটেছে। তিনি থানায় মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আকিবুল ইসলাম জানান, চুরির ঘটনাটি রহস্যজনক মনে হচ্ছে। তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। ঘটনার গভীর তদন্ত চলছে। এখনও লিখিত অভিযোগ পাওয়া যায়নি।